দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 MAR 1989
পৃষ্ঠা 6 কলাম

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

159

৬ দৈনিক ইনকিলাব

বিদেশী শিক্ষা ও সামাজিক সমস্যা

এম, আজিজুর রহমান

বাংলাদেশ বিশ্বের একটা উন্নয়নকামী দেশ। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য অন্য দশটা উন্নয়নকামী দেশের মত বাংলাদেশকেও উন্নত দেশ হতে প্রকৌশল-প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান আমদানী করতে হয়। বিভিন্নভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রকৌশল-প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানের আদান-প্রদান হয়ে থাকে। তন্মধ্যে কর্মশালা, সেমিনার, শ্রমশক্তির বিনিময়, আমদানী-রপ্তানী, তথ্যের বিনিময়, শিক্ষার্থী আদান-প্রদান ইত্যাদি প্রবাহ মাধ্যম হিসাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তবে কোন মাধ্যমই সমসত্ব বাহন হিসাবে কাজ করতে পারে না কারণ উন্নত দেশ কখনো তাদের উন্নত প্রযুক্তি অন্য দেশে দিতে চায় না। এক্ষেত্রে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

বাংলাদেশ প্রাক-স্বাধীনতা আমল থেকে উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদেশে লোক প্রেরণ করে আসছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি প্রকৌশল, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উচ্চ শিক্ষা-প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আসছে। শিক্ষা সমাপনে অনেকে দেশে ফিরেছে, অনেকে বিদেশে চাকুরী করছে, দেশে অর্থ পাঠাচ্ছে। আবার অনেকে স্থায়ীভাবে বিদেশে, বসবাস করছে। সম্পর্ক ছিন্ন করেছে দেশ, সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে আইনগত সম্পর্ক বজায় থাকলেও কল্যাণ বিনিময়ের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে।

উচ্চ শিক্ষা সমাপনে যখন একজন নাগরিক দেশে ফিরে আসছে তখন স্বভাবতঃ ধরে নেয়া যায় দেশ কাঙ্ক্ষিত বিনিময় পাচ্ছে তার দীর্ঘ দিনের বিনিয়োগ থেকে। যখন একজন নাগরিক বিদেশে চাকুরী করে দেশে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করছে তখনও দেশ তার দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ হতে যথোপযুক্ত বিনিময় পেতে থাকে। কিন্তু যখন একজন নাগরিক বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য গমন করে শিক্ষা সমাপনে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে এবং দেশে কোন অর্থ প্রেরণ করে না তখন দেশ তার বিনিয়োগ হারায়। তার পাশ্চাত্যে অতীতের সমস্ত বিনিয়োগ দেশের দেনার খাতে যোগ হয়ে দেশের দায় বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশের একজন নাগরিক সাধারণতঃ উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী শেষ করে বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে যায়। একজন নাগরিকের এ পর্যায়ের শিক্ষার জন্য তিনটা সংস্থা যথাঃ রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারকে আর্থিক ও অ-আর্থিক মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়। আর্থিক বিনিয়োগের পিছনে থাকে ব্যাংক ঋণ, পাবলিক ঋণ, বৈদেশিক ঋণ ও সঞ্চয়। একজন ব্যক্তি যখন বাংলাদেশ সরকারকে দেয়া বৈদেশিক বৃত্তির আওতায় শিক্ষা গ্রহণ করে তখন জাতীয় বিনিয়োগের পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় আরও বেশী হয়।

কারণ বৃত্তি দেয়া হয় বাংলাদেশ সরকারকে যা হয় সমস্ত জাতীয় সম্পদ। একইভাবে যারা বাংলাদেশ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে স্বীয় অর্থে বিদেশে লেখাপড়া করে তাদের পিছনেও জাতীয় কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা খরচের মাধ্যমে বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপনে দেশে ফিরে না আসলে অথবা বিদেশে চাকুরী করে দেশে অর্থ প্রেরণ না করলে রাষ্ট্রকে যুগ যুগ ধরে তার দায় বহন করতে হয়, যা দেশের উন্নয়নের গতিকে পিছুগামী করে।

আজকাল উন্নয়নকামী দেশসহ বেশ কিছু উন্নত দেশ বাংলাদেশকে বৃত্তি প্রদান করে আসছে। কিন্তু সকল দেশ হতে ফেরত উচ্চ শিক্ষিত যুবক-যুবতীগণ সমানভাবে দেশের উন্নয়ন ধারায় উপযোগী হতে পারছে না। কোন কোন দেশ হতে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ-তরুণী দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ধারায় যথেষ্ট অবদান রাখছে। আবার কোন কোন দেশ হতে শিক্ষাপ্রাপ্তরা সমাজে ঋণাত্মক অবদান রাখছে অর্থাৎ সমাজকে বিপদসঙ্কুল দেশের অগ্রগতিকে বিপরীতমুখী করছে। এক্ষেত্রে জাতীয় বিনিয়োগ থেকে ঋণাত্মক বিনিময় আসছে এবং দেশের অগ্রগতিকে বিপরীতমুখী করছে। এক্ষেত্রে জাতীয় বিনিয়োগ থেকে ঋণাত্মক বিনিময় আসছে এবং দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

এক মিনি সমীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে 'সমাজতান্ত্রিক দেশে শিক্ষা গ্রহণকারীরা বাংলাদেশে ফিরে দেশের প্রচলিত উন্নয়ন ও সামাজিক ধারার সংগে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না। তাদের মাধ্যমে যে প্রযুক্তি/প্রকৌশল বা জ্ঞান দেশে অনুপ্রবেশ করেছে তার মান অন্য যে কোন উন্নত দেশ হতে আগত মান অপেক্ষা নিম্ন স্তরের। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অপেক্ষাও নিম্ন মানের।

সমাজতান্ত্রিক দেশ হতে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ২৫ জনের উপর গৃহীত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে ২৪ জন দেশের প্রচলিত মিশ্র অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারাকে মেনে নিতে পারছে না। তাদের বিশ্বাস মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের বাস্তবায়নই বাংলাদেশেরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার একমাত্র সমাধান। একজন ব্যতিক্রম, তিনি বলছেন,"বস্তুবাদ দিয়া জনমানবশূন্য পৃথিবী চলতে পারে। কিন্তু মানব সমাজ চলে না। প্রমাণ আজ-রাশিয়াসহ সারা বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশ সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মিশ্র অর্থনীতির দিকে যাত্রা করেছে, শিথিল করতে বাধ্য হয়েছে একনায়কতন্ত্রের বাঁধন।" তার মতে, সমাজতান্ত্রিক দেশে বৃত্তি দেয়া হয় উন্নয়নকামী দেশের বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্ক ধোলাই করে তাদেরকে সমাজতন্ত্রের গায়েন করার জন্য মাত্র। "আপনার মন ধোলাই করতে পারেনি?" প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, "একমাত্র ব্যতিক্রম আমি অনেক সংগ্রাম করে আত্মরক্ষা করেছি।" তার কাছে জানা গেল রাশিয়াতে শিক্ষার্থীদের গমনের পর প্রায় এক বছর বন্দী অবস্থায় থেকে একজন মহিলার কাছ থেকে সেখানকার সংস্কৃতি ও ভাষা শিখতে হয়। ভাষা ও সংস্কৃতি পরীক্ষায় পাস হলে মূল বিষয়ে ভর্তি করা হয়। মূল বিষয়ের সংগে বেশী শিখানো হয় সমাজতান্ত্রিক বিভিন্ন মতবাদ।

ছেলেমেয়েরা একত্রে একই নিবাসে থাকে। একই গোসলখানা ও পায়খানা ব্যবহার করে। অনেক দূরে পরিধেয় কাপড় রেখে উলঙ্গ হয়ে গোসলখানায় ও পায়খানায় যেতে হয় ইত্যাদি। বাংলাদেশের কয়েকজন ছেলে বিদেশী মেয়েকে বিয়ে করে বাচ্চাসহ স্ত্রীদের ত্যাগ করে এসেছেন। বেশ কয়েকটি মেয়েও বিয়ে করে স্বামীদের ত্যাগ করে এসেছে। পরে বাংলাদেশে এসে নিজেদের কুমারী পরিচয় দিয়ে পুনঃ বিয়ে করেছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশে শিক্ষা গ্রহণকারী পনেরজন ভদ্র লোকের স্ত্রীর সংগে কথা বলে দেখা গেছে দশ জন বলেছে তারা দাম্পত্য জীবনে চরম অসুখী। কারণ তাদের স্বামীরা রাশিয়া থেকে মানসিক বিকৃতি নিয়ে দেশে ফিরেছে, তিনজন বলেছেন তারাও রাশিয়াতে শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। সুতরাং স্বামীরা যা তারাও তাই। তাই পরস্পর মানিয়ে চলছে। দুইজন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন শেষ পর্যন্ত বর্তমান স্বামীর সঙ্গে থাকতে পারবে কি-না। দাম্পত্য জীবনে হতাশাগ্রস্ত মহিলাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, "আপনার ভুল স্বামী নির্বাচনে দায়ী কে?" নয়জন দোষ দিয়েছে তাদের পিতা-মাতাকে এবং তিনজন তাদের নিজেদের দোষ স্বীকার করেছেন। তবে তারা পূর্বে সমাজতান্ত্রিক দেশের শিক্ষা গ্রহণকারীদের সম্পর্কে জানত না।

এ প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট ঘটনার অবতারণা করছি। আমার এক আত্মীয়কে একবার তার এক মেয়েকে রাশিয়ায় উচ্চ শিক্ষিত এক যুবকের সংগে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আত্মীয় সব শুনে যখন জানলেন ছেলে রাশিয়াতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছে তখন লাফিয়ে উঠে বললেন রাশিয়ায় শিক্ষা গ্রহণকারী কোন ছেলের হাতে আমার মেয়েকে দিব না।?'

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান
ডকুমেন্টেশন

ঢাকাঃ রাববার, ১২ চৈত্র, ১৩৯৫

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

কৌতূহলে জিজ্ঞাস করলাম, "কেন?" বললেন, "আমি কয়েক মাস রাশিয়াতে ছিলাম। সেখানকার জীবন ব্যবস্থা নিজ চোখে দেখে এসেছি।"

পঁচিশজন সমাজতান্ত্রিক দেশে শিক্ষা গ্রহণকারীর মধ্যে ষোলজনের নিজ পরিবারে (মাতা-পিতা, ভাই-বোন) সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই চলে। বাইশজন স্বীয় প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ সহকর্মীদের কাছে অপছন্দনীয়। একুশজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিবেচনায় বদমেজাজী ও অন্যান্য সহকর্মীদের চেয়ে কম দক্ষ। বিশজন পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের সংগে মানিয়ে চলতে পারে না। চব্বিশজন কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না, মদসহ অন্যান্য নেশায় নেশাগ্রস্ত থাকতে পছন্দ করে, সমাজে অবাধ যৌন মিলনে বিশ্বাসী। অধিকাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছে রাশিয়ার শিক্ষারমান অন্যান্য উন্নত দেশের শিক্ষার মান অপেক্ষা নিম্ন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শিক্ষার মান অপেক্ষাও নীচু। অধিকাংশ বাংলাদেশের উন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে হতাশা ব্যক্ত করেছেন।

রাশিয়াতে শিক্ষা গ্রহণ শেষে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়নি। দু'একজন সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পারে নাই। রাশিয়া সরকার এ ব্যাপারে খুবই কড়া মনোভাবের পরিচয় দিয়ে থাকে। তাদের নীতি শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীকে তার নিজের দেশে ফেরত পাঠানো। তবে দীর্ঘদিন সেখানে থেকে বিভিন্ন কোর্সে শিক্ষা গ্রহণ করছে এমন দৃষ্টান্ত দু'একটা রয়েছে। রাশিয়াতে বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা অবসর সময়ে গাছ থেকে ফল ছিড়ে, ইমারত ও রাস্তা নির্মাণের শ্রমিক হিসাবে কাজ করে অতিরিক্ত আয় করতে পারে।

আমেরিকা ও ক্যানেডাসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা অধকি সংখ্যায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। চাকুরী থেকে উচ্চ শিক্ষার জন্য গেছে এমন নাগরিকেরা অধিকাংশ দেশে ফিরেছে। তবে কিছু কিছু বিদেশে গমন করে দেশী চাকুরী ত্যাগ করেছে বেং সেখানে উচ্চ শিক্ষা শেষে চাকুরী করছে। তবে অধিকাংশ দেশে অর্থ পাঠাচ্ছে।

আমেরিকা, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও জাপানসহ পশ্চিমা ইউরোপীয় দেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছে এমন পঁচিশ জন লোকের উপর এক সমীক্ষায় দেখা যায় বিশ জন দেশের মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিশ্বাস করে এবং বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় আস্থাবান। দুইজন সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী এবং তিন জন মনে করে পুরাপুরি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রচলনের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান নিহিত। তেইশ জন দেশে ফিরে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে কোন অসুবিধা ভোগ করছে না। একুশজন কর্মরত প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ সহকর্মীদের কাছে পছন্দনীয়। উনিশ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিবেচনায় কর্মদক্ষ। এসব বিদেশ ফেরতদের পনের জন স্ত্রীর সঙ্গে আলাপে জানা যায় দশজন দাম্পত্য জীবনে সুখী। তিন জন অসুখী কারণ তাদের স্বামীরা অতিরিক্ত মদপান করে এবং দু'জন অসুখী কারণ তাদের স্বামীরা অন্য মহিলাদের প্রতি অতি দুর্বল। বাইশজন সমাজে অবাধ যৌন সম্পর্কে বিশ্বাস করেন না। এবং বিশজনের ধর্মে পুরা বিশ্বাস আছে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করেন। বাকী পাঁচ জনের চার জন ধর্মে বিশ্বাস করে তবে ধর্মীয় বাধা-নিষেধ পুরাপুরি মানতে পারে না। একজন কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না। তবে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন তা মানে অধিকাংশ বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কে আশাবাদী। তাদের শিক্ষার মান বাংলাদেশ অপেক্ষা উন্নত বলে তারা দাবী করেছেন তবে সেসব দেশেও কিছু কিছু উচ্চতম প্রযুক্তি-প্রকৌশল তাদেরকে শিখানো হয় না বলে তারা উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে অনেক ছেলেমেয়ে বিভিন্ন বিষয়ে ভারত শিক্ষা গ্রহণ করছে। অনেকে ভারত সরকারের বৃত্তির আওতায়, আবার অনেকে স্বীয় অর্থে লেখাপড়া করছে। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রষ্ঠানে অস্থিরতা পরীক্ষার অনিশ্চয়তা এবং আসনের অপ্রতুলতা প্রভৃতি কারণ অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীকে ভারতে শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ করছে। এছাড়া ভারতে শিক্ষার খরচ ও বাংলাদেশের অভিভাবকদের ব্যয়সীমার মধ্যে রয়েছে। ভারতে শিক্ষা গ্রহণের জন্য [illegible] এসেছে তারা মোটামুটি সুনাম বজায় রেখে শিক্ষা সমাপনে দেশে ফিরছে। কিন্তু ব্যতিক্রম সৃষ্টি করেছে আসা কিছু ছেলেরা। নাচ-গানের কিছু মেয়েরা দেশ ও জাতির জন্য কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছে। তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে অল্প দিনের ব্যবধানে তিনটি শিক্ষা অঙ্গনে নাচ-গান শিখতে এসে নিম্নোক্ত পাঁচটি মেয়ে ভারতের নাগরিক বিয়ে করে সেখানে রয়ে গেছে।

(১) মিতালী মুখার্জী,
(২) নাসরিন বানু,
(৩) উর্মি মাহমুদ,
(৪) স্মৃতি কনা মজুমদার
(৫) কাজল চৌধুরী

অবশ্য সংখ্যা আরও অনেক বেশী হবে যদি বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। অঙ্কনসহ অন্যান্য বিভাগের কিছু কিছু ছেলে হিরোইন, গাঁজা, ভাঙ্গ, চরোস ও মদের আসরে এত বেশী আনাগোনা করছে যা বাংলাদেশের সুনাম ধূলিসাৎ করছে। সমস্যার এখানে শেষ নয়। ভারতে পৃথিবীর অনেক দেশের ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করছে। বিশেষ করে আফ্রিকার অনেক ছাত্র-ছাত্রী এখানে অধ্যয়ন করছে। ফলে ইতোমধ্যেই ভারতে অনেক এইডস রোগের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে এবং এইডস রোগীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। অনুমান করা হচ্ছে বিদেশীদের সঙ্গে এ রোগের প্রবেশ ঘটছে। এ পর্যন্ত কয়েকজন আফ্রিকান ছাত্র-ছাত্রীকে এইডস রোগী বিবেচনায় দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে দিল্লীর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নোটিশ দেয়া হয়েছে। সকল বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীকে এইডস পরীক্ষা করার জন্য এইডস পদ্ধতি একটা জটিল প্রক্রিয়া। ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে শহরে এ পরীক্ষা সম্ভব নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষা মোতাবেক বাংলাদেশ একটা এইডস মুক্ত দেশ। সে বিবেচনায় বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের এইডস পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় নাই।

কিন্তু নাচ-গান বিভাগের কিছু কিছু বাংলাদেশী ছাত্রীকে এইডস পরীক্ষার জন্য বিশেষ তাগিদ দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ অনুমান করছে বাংলাদেশের কিছু মেয়ে ভারতে এইডস ছড়াচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এইডস মুক্ত একটা দেশের ছাত্রীদের প্রতি সংশ্লিষ্ট মহলের এ ধারণা কেন? এ জন্য বাংলাদেশের কতিপয় মেয়েরাই দায়ী।

বাংলাদেশের কিছু মেয়েরা এখানে এসে এতই উদভ্রান্ত জীবন যাপন শুরু করেছে যে তাদেরকে দেখে এইডস রোগের বাহক ভাবা বিচিত্র নয়। এরা আফ্রিকাসহ বিদেশী ছেলেদের সংগে অবাধ মেলামেশা করে তাদের নিজেদের সম্পর্কে এ ধারণার জন্ম দিয়েছে। কতিপয় মেয়েরা বিভিন্ন ক্লাবে রাত যাপন, বিভিন্ন নেশার আসরে অহরহ আনাগোনা করে সারা দেশের নারী সমাজের ললাটে কলঙ্কের ছাপ দিয়েছে। একথাও আশঙ্কা করা অমূলক নয় অদূরভবিষ্যতে দেশের বাইরে শিক্ষারতা মহিলাদের উপর ভর করে ঘাতক ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটবে বাংলাদেশে।

তাই সমাজের কল্যাণের দিকে দৃষ্টিপাত করে বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট মহলের উচিত বিদেশে শিক্ষার্থী প্রেরণের জন্য একটা নীতি প্রণয়ন করা। বিদেশে স্বীয় অর্থে পড়ুয়ার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ বেড়েছে। যে সকল বিষয়ে দেশে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব সেসব বিষয়ে শিক্ষাঙ্গনে উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে এনে এবং উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্বীয় অর্থে বিদেশে পড়ুয়াদের সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভব। বর্তমানে যে অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পিছনে ব্যয় করা হচ্ছে, সে অর্থ দেশের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হলে একই অর্থে আরো অনেক বেশী ছেলেমেয়ে উপকৃত হতে পারবে। এ ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ নেবার উপযুক্ত সময়। অন্যথা সমগ্র জাতিকে একটা মারাত্মক পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। বাংলাদেশ বেশীদিন ঘাতক ব্যাধির আশঙ্কা মুক্ত থাকতে পারবে না। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে দেশের স্বকীয়তার অস্তিত্ব হবে বিলীন।